সূচক - ক্রম ১.২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অগ্নি অনুবিভাগ
www.ssd.gov.bd

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত অংশীজন/সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে
উত্তম চর্চাসমূহ অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী:

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | ড. তরুণ কান্তি শিকদার<br>অতিরিক্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| সভার তারিখ | : | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ |
| সময় | : | বেলা ১২.০০ মিনিট |
| স্থান | : | জুম অনলাইন প্লাটফরম |

অংশীজন/ সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে আয়োজিত সভায় জুম অনলাইন প্লাটফরমে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন টেকসই ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সুরক্ষা, নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ আভ্যন্তরীণ, নাগরিক এবং দাপ্তরিক সেবা প্রদানের জন্য সকল রুটিন কাজের পাশাপাশি কিছু উত্তম চর্চা অনুশীলন করে থাকে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অংশীজন/ সেবাগ্রহীতাদের সাথে উত্তম চর্চাসমূহ অবহিতকরণের লক্ষ্যে আজকের এই মতবিনিময় সভার আয়োজন। সভাপতি উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিসহ সবাইকে তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রতিপালিত উত্তমচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ জানান।

০২। উপসচিব (প্রশাসন-১), মো: আব্দুল কাদির জানান, কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটিকালীন সময়েও সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ Office at Home Condition-এ থেকে নাগরিক এবং দাপ্তরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। সেলক্ষ্যে অনুবিভাগ প্রধানগণের মাধ্যমে টিম গঠনপূর্বক রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে New Normal Situation-এ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে সকল প্রকার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে রুটিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত উত্তমচর্চা অনুশীলন করা হচ্ছে, যা নিম্নরূপ:

(২.১) কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও সচেতনতার জন্য প্রত্যেক অনুবিভাগ/শাখায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস্ ও নিয়মিত কর্মকর্তা/কমচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়;

(২.২) প্রতিটি কক্ষ জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক যন্ত্রের মাধ্যমে স্প্রে করা হয়;

(২.৩) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসাসহ সকল সেবা দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কে আহবায়ক করে একটি "কুইক রেসপন্স টিম" গঠন করা হয়েছে। এ টিম যথারীতি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সেবা প্রদান করছে;

(২.৪) প্রতিটি কক্ষের ফ্যান, লাইটসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্ধারিত সময়ে চালানো এবং অফিস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করা হয়। এছাড়া এয়ার কন্ডিশনার (AC) এর তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে সীমিত রেখে চালানো হয়;

(২.৫) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিমিত্ত সুবিধাজনক স্থানে ইলেকট্রিক ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে;

(২.৬) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরি অফিসকার্য সম্পাদনের জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রোস্টার অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করেছেন;

(২.৭) ভাল কাজের প্রনোদনা প্রদানের জন্য প্রত্যেক বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের নীতিমালা অনুসরণে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে;

(২.৮) ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়াশরুম গুলো নিয়মিত ফ্লাশ করা, ওয়াশরুমের কমোড, বালতি, মগ ইত্যাদি সঠিকভাবে রাখা, পানি জমতে না দেয়া, ময়লার বালতি নিয়মিত পরিস্কার করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে;

০৩। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, বাংলাদেশী নাগরিকদের বর্হিবিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পাসপোর্ট এবং ভিসা সংক্রান্ত সকল নাগরিক সেবা কম সময়ে, কম খরচে এবং সহজ ও ঝামেলামুক্ত ভাবে প্রদানের জন্য নিম্নরুপ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে:

(৩.১) পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম কে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি কখন, কিভাবে জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কথিত দালাল ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাচ্ছে;

(৩.২) কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

(৩.৩) পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(৩.৪) বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচ তলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারেন;

(৩.৫) পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়;

(৩.৬) প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ১ দিন গণশুনানী আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে;

(৩.৭) প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে;

(৩.৮) পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এসএমএস'র মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদেরকে অবহিত করা হয়। পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবা প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়;

(৩.৯) এমআরপি ও এমআরভি সেবা প্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদ্বসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে;

(৩.১০) প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন;

(৩.১১) পাসপোর্ট অফিস হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন;

(৩.১২) ভিসা সেবা প্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সু-শৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

(৩.১৩) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবা প্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন;

(৩.১৪) আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(৩.১৫) প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে;

(৩.১৬) আইপি ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আওতাধীন অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে;

(৩.১৭) পবিত্র হজ্বে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;

(৩.১৮) পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের জন্য সু-পেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে;

(৩.১৯) মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুত সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;

(৩.২০) বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কেউ বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ যাচাই করে সহজেই তা সঠিক ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

৪.০। কারা অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা, কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃংখলা বজায় রাখা, বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ করা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসাবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ কারাগার সমূহকে সংশোধনাগারে পরিণত করার লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসেবে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে:

(৪.১) কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য ৬০টি কারাগারে "মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট" চালু করা হয়েছে রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮টি কারাগারে চালুর কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

(৪.২) বন্দীরা যাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি নির্দিস্ট সময় মোবাইলে কথা বলতে পারে সেজন্য টাঙ্গাইল জেলে "স্বজনলিংক প্রকল্প" চালু করা হয়েছে। এটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(৪.৩) করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের সাথে সপ্তাহে একবার নির্দিষ্ট সময় কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য প্রতিটি কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপন করা হয়েছে;

(৪.৪) মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে;

(৪.৫) মেডিটেশনের মাধ্যমে বন্দিদের সুশৃঙ্খল হওয়া, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে;

(৪.৬) প্রতিমাসে একবার বন্দিদের অভিযোগ/মতামত শোনার জন্য কারাবন্দিদের উপস্থিতিতে দরবার এর আয়োজন হয়;

(৪.৭) বন্দিদের জন্য সুপেয় ঠান্ডা পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে কিছু কারাগারে ওয়াটারকুলার স্থাপন করা হয়েছে;

(৪.৮) সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কারা মহাপরিদর্শক এর সাথে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ/অনুযোগ শ্রবণ ও সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

৪.৯) কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে অধিদপ্তর ভবনের প্রতি তলায় পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে;

৪.১০) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩কাঠা ও ৫ কাঠা বিশিষ্ট প্লটের আবাসন প্রকল্প চালু করা হয়েছে;

৪.১১) নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কারা অধিদপ্তরে Turned Style Access Control গেট স্থাপন করা হয়েছে;

৪.১২) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে এবং জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে;

৪.১৩) বন্দিদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে শরীর চর্চার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৪.১৪) বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূরীকরণের জন্য কারাভ্যন্তরে বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়;

৪.১৫) বন্দিদের মাঝে মাদকবিরোধী প্রচারণা পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিংকরা হয়;

৪.১৬) বন্দিদের পড়াশোনা, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে;

৪.১৭) কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের মৌলিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৪.১৮) বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

৪.১৯) বন্দিদের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতকক্ষে পর্যাপ্ত বসার স্থান এবং ফ্যানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৪.২০) দরিদ্র, অসহায় ও অস্বচ্ছল বন্দিদের আইন সহায়তা প্রদানের জন্য প্যারালিগ্যাল সার্ভিস চালু করা হয়েছে;

৪.২১) সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে;

৪.২২) কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা। বর্তমানে ২৭টি কেন্দ্রীয় /জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারে উৎপাদন সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৪.২৩) দেশের প্রতিটি কারাগারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩৪টি কারাগারে ডাবল ফেইজ লাইন বিদ্যুৎ সংযোগ চালু রয়েছে, ১৩টি কারাগারে কার্যক্রম চলমান ও ২১টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোজনের কার্যক্রম শীগ্রই শুরু করা হবে;

৪.২৪) বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৪.২৫) কারাভ্যন্তরে মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

**৫.০।** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান, দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনী কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত উত্তম চর্চাসমূহ প্রতিপালন করে যাচ্ছে:

৫.১) মাদক অপরাধ, মাদকাসক্তের চিকিৎসা এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রম সর্ম্পকে কোন পরার্মশ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে নিশ্চিতকল্পে ডিএনসিতে হটলাইন (+৮৮০ ১৯০৮-৮৮৮ ৮৮৮) চালু করা হয়েছে;

৫.২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এডিকশন প্রফেশনালগণ বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিতদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু করেছে;

৫.৩) মাদকবিরোধী প্রচারের নতুন সংযোজন কিয়স্ক ডিসপ্লে ডিভাইস যা একটি এলইডি ডিসপ্লে যন্ত্রাংশ মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং ইত্যাদি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে;

৫.৪) Billboard এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে;

৫.৫) মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও মাদকবিরোধী স্লোগানসহ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন ২,৩৯,০০০টি জ্যামিতি বক্স ও স্কেল প্রস্তুত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে;

৫.৬) মাদকের ভয়াবহতা রোধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে **"মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব" সম্বলিত** ৪০,০০০ ফেস্টুন এবং ২৬,৫০০টি PVC Ambushed poster বিতরণ করা হয়েছে;

৫.৭) মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত মাদকবিরোধী স্লোগানসহ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন ২,৫০,০০০ Lenticular flipping ruler শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশ এবং সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে;

৫.৮) মাদকবিরোধী কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রত্যেক উপজেলায় ১০ সদস্য বিশিষ্ট ভলান্টিয়ার টিম গঠন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে;

৫.৯) মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক পেইজ এবং ফেইসবুক লাইভ-এ প্রতিদিন আপলোড করা হয়;

৫.১০) ২৪টি মাদকবিরোধী টিভিসি, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, শর্ট ফ্লিম, প্রামান্যচিত্র ও ০১টি মাদকবিরোধী থিম সং তৈরি করা হয়েছে;

৫.১১) মাদকাসক্ত কারাবন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে ১৮৫টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;

৫.১২) সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা পরিধি বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৫০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;

৫.১৩) অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।;

৫.১৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গুলোর কার্যক্রম আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে;

৫.১৫) মাদক অপরাধ উদ্বূত অর্থ পাচার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে মানিলন্ডারিং সেল গঠন করা হয়েছে;

৫.১৬) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ফিল্ড ফোর্স লোকেটর চালু করা হয়েছে;

৫.১৭) দেশের সীমান্তবর্তী জেলা সমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত ভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে;

৫.১৮) সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে ডোপ টেস্ট চালুর নিমিত্ত ডোপ টেস্ট নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;

৫.১৯) বর্তমান প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে ৩০,৯০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে;

৫.২০) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কমরত কমকর্তা-কমচারীদের দাপ্তরিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কর্মী মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

৬. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর রুটিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত উত্তম চর্চাসমূহ (Best practices) প্রতিপালন করে যাচ্ছে:

৬.১) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এ অধিদপ্তর ৭টি পানিবাহী গাড়ি দ্বারা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল বিভাগীয় দপ্তরের ২টি করে পানিবাহী গাড়ি ও প্রত্যেক জেলা সদরের ১টি করে পানিবাহী গাড়ি দ্বারা শহর এলাকায় পানিমিশ্রিত জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়;

৬.২) অগ্নিদুর্ঘটনাসহ সকল জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে কিছুটা পরিবর্তিত আঙ্গিকে সকল ফায়ার স্টেশনের ২য় কল (পানিবাহী গাড়ি নয়) গাড়িতে পানির ট্যাংক স্থাপন করে শহর ও নগরের রাস্তাঘাট এবং আবাসিক এলাকায় পানির সাথে জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

৬.৩) জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র "৯৯৯" এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিতকরা সহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে;

৬.৪) করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলা বাদে মোট ৫৬টি স্পটে টহল ইউনিট মোতায়েন আছে। তাছাড়া, ঈদ-পার্বনে আরো ১৮টি টহল ইউনিট বহরের সাথে যুক্ত হয় যারা দুর্যোগে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সড়ক ও নৌ টার্মিনালে গাড়ির গতিবেগ সীমিত রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৬.৫) দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরিকরণে কাজ শুরু করে। এ পর্যন্ত মোট ৪০৭১২ জন এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রেজিস্ট্রেশন করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৬.৬) বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিশেষভাবে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগী পরিবহন করা হচ্ছে;

৬.৭) ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ৩১১০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৬.৮) সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে সংগঠিত আগাম বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সহযোগিতায় অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে।

০৭। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(৭.১) আধুনিক ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) প্রতিপালন অক্ষুন্ন রাখতে হবে। উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) কার্যকর ভাবে প্রতিপালনের জন্য পরিবীক্ষন/তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে;

(৭.২) দপ্তর/সংস্থার অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে বিস্তৃত করতে হবে;

(৭.৩) নাগরিক সেবা, সুশাসন বা দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

০৮। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

22/10/2020

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসন ও অর্থ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩২.০০১.১৭- ৭২

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪২৭
১২ অক্টোবর ২০২০

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

০১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব ..... উইং (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
০৪। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশিবাজার, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। যুগ্মসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। উপসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন) শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব.....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। প্রোগ্রামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো)।

১২/১০/২০২০

(জাহিদুল ইসলাম)
উপসচিব (অগ্নি শাখা-১)
ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট